ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-৫১১
আগরতলা, ১৯ মে, ২০১৭

স্থায়ী ঠিকানা ও উপার্জনের ব্যবস্থা করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করে চলেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

স্থায়ী ঠিকানা এবং ন্যূনতম হলেও কিছু না কিছু আয় উপার্জনের ব্যবস্থা করা এই সিদ্ধান্তকে রূপায়ণের মাধ্যমে সরকার কাজ করে চলেছে । কারণ, ভূমি না থাকলে ঠিকানা থাকবে না । সহায় সম্বল নেই এরকম মানুষ যারা এখনও রয়ে গেছেন এদের সরকারের ঘোষিত নিয়ম অনুযায়ী যারা ভূমি পেতে পারেন, তাদের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠান অন্যান্য অনুষ্ঠান থেকে আলাদা ও অত্যন্ত তাৎপর্যমন্ডিত । আজ সোনামুড়া টাউন হলে ভূমিহীনদের মধ্যে জমির পাট্টা বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথির ভাষণে এই কথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার । ভূমিহীন পরিবারগুলিকে পাট্টা প্রদানের এই কর্মসূচীর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল এদেশকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করা । আমরা ভোটদানের মাধ্যমে নিজের পছন্দমতো সরকার গঠন করবো । দেশের মানুষই এই সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন । পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ হল আমাদের ভারতবর্ষ। মানব সম্পদই হল দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ । তাই দেশের সরকার মানুষের কল্যাণে আমাদের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের দারিদ্রতা দূর করবার জন্যে, অনাহার বন্ধ করবার জন্যে, শিক্ষার সুযোগ করে দেবার জন্যে, মাথা গোজবার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করবার জন্যে, ভিক্ষাবৃত্তি যাতে করতে না হয় তার জন্য নিজেদের দক্ষতায় ও যোগ্যতা অনুযায়ী আয় উপার্জন করবার জন্যে এবং অসুস্থ হলে পর সেই মানুষ যাতে বিনা চিকিৎসায়, অবহেলায় প্রাণ হারাতে বাধ্য না হন সেই মানুষদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি দেখবার জন্যে স্বাধীন দেশের সরকার মুখ্যত দায়িত্ব নেবে । কিন্তু আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা হল স্বাধীনতার ৭০ বৎসর পরও এই লক্ষ্যগুলি পূরণ হয় নি । যদি এই লক্ষ্যগুলি পূরণ হতো তাহলে আমাদের দেশের ১০০ জন মানুষের মধ্যে ৭৭ জন মানুষ যারা দিনে ২৫ টাকা রোজগারও করতে পারেন না কিংবা খরচও করতে পারেন না এরকম হবার কথা ছিলনা । দেশের ৩৫ কোটি মানুষ এখনও নাম লিখতে পারেন না । অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করে । তাদের জমি নেই, ঘর নেই, বাড়ি নেই । এরকম অবস্থা অনভিপ্রেত । আমাদের দেশে এখনও প্রায় ২৪ থেকে ২৫ কোটি শিক্ষিত কর্মক্ষম ছেলেমেয়ে বেকার । যারা কোন কাজ পাচ্ছে না । সমাজে পুরুষ - মহিলা প্রায় সমান সমান । কিন্তু মহিলাদের ৫০ ভাগের বেশী রক্তাল্পতায় ভুগছেন । কারণ, তারা দু'বেলা ঠিকমতো ডালভাতও খেতে পারেন না । এই মায়েরা যে শিশুদের জন্ম দেন তাদের ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ৫১ থেকে ৫২ জন যাদের বয়স ৫ বছরের কম, তাদের এই সময় ওজন যা হওয়া উচিত তার চেয়ে ওজন কম । কারণ, মা অপুষ্টিতে ভুগছেন আর সে জন্য সন্তানও অপুষ্টিতে ভুগছে । এ হচ্ছে দেশের অবস্থা । লক্ষ্য ছিল একরকম, স্বপ্ন ছিল একরকম, কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো । তিনি বলেন, অল্প লোক যাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন ভূমিকাই ছিল না । যারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্রিটিশকে সাহায্য করেছে, তারা প্রচুর সম্পত্তির মালিক । তাদের কাছে রয়েছে অফুরন্ত সম্পদ । আর দেশের বিরাট অংশের মানুষ আজ দরিদ্র ।

******২য় পাতায়**